৯

আইনসভা ও বিচার বিভাগ

ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্র একাধারে জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। আর সে কারণেই এর কার্যাবলিও অনেক। রাষ্ট্রের এই বহুমুখী কার্যাবলি সরকারই পরিচালনা করে। এ দিক থেকে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও সরকারের কার্যাবলি এক এবং অভিন্ন। সরকারের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা - আইন সংক্রান্ত কার্য, শাসন, এবং বিচার সংক্রান্ত কার্য। এ ত্রিবিধ কার্য মূলত তিনটি অঙ্গ বা বিভাগের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ বিভাগগুলো হচ্ছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ।

প্রত্যেক সরকারের রয়েছে তিনটি বিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, নির্বাহী বিভাগ তা বাস্তবায়িত করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান করে থাকে।

আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, সংবিধান সংশোধন, জাতীয় সমস্যার অর্থপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তদন্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আইনসভা এই ভূমিকা পালন করে। সুতরাং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত আইন পরিষদ হলো গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি স্বরূপ। তাই সরকার পরিচালনায় আইন সভাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

অপরদিকে বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান, সংবিধান বহির্ভুত কোন বিধানকে অবৈধ ঘোষণা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে অক্ষুন্ন রেখে গণতন্ত্রকে সজীব রাখে। সুতরাং বিচার বিভাগের মর্যাদা ও গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রাচীনকালে শাসন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি একই হাতে অর্পণ করা হত। তখন রাজাই ন্যায় বিচারের উৎস বলে পরিগণিত ছিলেন এবং তিনিই যাবতীয় বিচারকার্য নিস্পত্তি করতেন। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে যে, শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা যদি একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয় তাহলে সত্যিকারের ন্যায় বিচার লাভ করা সম্ভব নয়। এর ফলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ তাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা যায় বিচার বিভাগের কার্যকারিতার উপরই জনগণের যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করে। বিচার বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্ধিত করে এবং সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠত করে। আধুনিক কালে এ জন্য বিচার বিভাগের প্রকৃতি, স্বরূপ, গঠন এবং ভুমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ র‍্যালফের মতে, "অধিকারকে নিরূপিত ও নির্ধারিত করার জন্য, অন্যায়ের শাস্তি প্রদানের জন্য, ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যায় ও অত্যাচারের করাল গ্রাস হতে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।"

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১ ঃ জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি।*
- *পাঠ - ২ ঃ সংসদের কার্যপদ্ধতি ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি।*
- *পাঠ - ৩ ঃ সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলি।*

পাঠ - ১

জাতীয় সংসদের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আইন সভা কি এ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের আইন সভা : জাতীয় সংসদ

১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই আইন সভার নামকরণ করা হয় জাতীয় সংসদ। সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় সংসদের সদর দপ্তর থাকবে রাজধানী ঢাকায়।

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদকে একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় পরিণত করা হয়। জাতীয় সংসদ মূলতঃ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। অতঃপর ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

জাতীয় সংসদের গঠন

সাংবিধানিক বিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ৩৩০ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ৩০০টি আসনে সদস্যগণ সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। চতুর্দশ সংবিধান সংশোধন বিল পাস করে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৪৫ -এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫টি আসন হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। এই ৪৫টি বর্ধিত আসনে মনোনীত নারী প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আওতায় সাধারণ আসনের সংখ্যানুপাতে নারী আসনগুলো ভাগ করা হবে। তবে মহিলাগণ সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এ বিধান সংবিধানের স্থায়ী কোন বিধান নয়।

সংসদের কার্যকাল ৫ বছসর। তবে এ কার্যকালের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদ সদস্যগণ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন। স্পীকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি হবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি সংসদের কোন কার্যকলাপের সাথে জড়িত হবেন না। তবে তিনি সংসদের কার্যপ্রণালির ব্যাখ্যা করবেন এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা রাখার প্রয়োজনে রুলিং প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতির পদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় কিংবা তিনি যদি অসুস্থতার জন্য কার্য সম্পাদনে অপারগ হন তবে সাময়িকভাবে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারবেন। সংসদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জাতীয় সংসদের সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদকে একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় পরিণত করা হয়। পরবর্তিতে বহু পরিবর্তন ও সংশোধনীর পর ১৯৯১ সালে প্রণীত দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। ফলে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংসদ যে কোন নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে। সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দান করতে পারবেন।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করলে তিনি ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত বিলে সম্মতি দেবেন নতুবা পুনঃবিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাবেন। এই দুটির কোনটি না করলে এবং ১৫ দিন অতিবাহিত হলে ধরে নেওয়া হবে যে, রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিয়েছেন। সংসদে ফেরত পাঠানো বিল পুনরায় পাস করে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করলে তিনি ৭ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি দেবেন। ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিতে অসমর্থ হলে ধরে নেওয়া হবে যে, রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিয়েছেন। এর অর্থ, জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের অভিভাবক। সংসদের অনুমতি ও কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন প্রকার কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে সরকার আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের খসড়া বা বাজেট সংসদে উপস্থাপন করবেন। সংসদে আলোচনার পর সরকার তা গ্রহণ করবেন।

(৩) শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ

জাতীয় সংসদ সার্বভৌম আইন পরিষদ। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন সভার প্রাধান্য সবর্ত্র স্বীকৃত। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী ও জবাবদিহি করতে বাধ্য। নির্বাহীর দায়িত্বশীলতা অর্জনের জন্যে সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতবী প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও কমিটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। সংসদের অনাস্থা পেলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবেন।

(৪) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে জাতীয় সংসদ তার সদস্যদের আচরণের বিচার করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন সদস্যের অসদাচরণের জন্য তাঁকে সংসদ কক্ষ হতে বের করে দিতে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণ না করার জন্য সতর্ক করে দিতে পারবেন।

জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণের বিচার করে তাঁকে অভিশংসন করতে পারবেন। অর্থাৎ সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারে। একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কোন অপরাধের কারণে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও ন্যায়পালকেও অপসারণ করতে পারবে।

(৫) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। সংসদীয় ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা আরও বেশী। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, ন্যায়পাল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচনী ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। এ ছাড়া সংসদের কার্যাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এ সব কমিটির সদস্যবৃন্দ সংসদ সদস্যদের ভোটে নিবাচিত হন। সুতরাং জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৬) সংবিধানের সংরক্ষণ ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ

জাতীয় সংসদ সংবিধানের রক্ষক ও আমানতদার। সংবিধানের যে কোন প্রকার লংঘন সংসদের আমানতদারীর উপর হস্তক্ষেপের সমান, তাই সংসদ সর্বপ্রকার সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখবার ব্যাপারে সদা সচেতন।

জাতীয় সংসদ সংবিধানের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার দিকে দৃষ্টি রেখে সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংবিধানের যে কোন বিধান সংশোধন বা বিলোপ সাধন করতে পারবেন।

(৭) বিবিধ ক্ষমতা

জাতীয় সংসদ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতিত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আর্ন্তজাতিক চুক্তি অনুমোদন করবার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যাস্ত। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিধি ও

প্রবিধি প্রণয়ন করা সংসদের এখতিয়ারভুক্ত। প্রতিরক্ষা ও শৃংখলা বিভাগে লোক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

সারকথা

সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইনসভা রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন প্রণয়ণকারী পরিষদ। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। সরকারি দল ও বেসরকারি দলের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ ৩৪৫ জন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এর সভাপতি স্পীকার। সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা আইন রচনা করেন। সকল আইনই প্রথমে বিল বা খসড়া প্রস্তাব আকারে সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংসদের আয়ুষ্কাল ৫ বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে ঠিক (√) দিন

১। জাতীয় সংসদের কার্যকাল কত বছরের ?

(ক) ৪
(খ) ৭
(গ) ৫
(ঘ) ৩

২। জাতীয় সংসদ কত কক্ষ বিশিষ্ট ?

(ক) দ্বি কক্ষ
(খ) এক কক্ষ
(গ) বহু কক্ষ
(ঘ) ত্রি কক্ষ

উত্তর : ১ - গ, ২ - খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জাতীয় সংসদের গঠন আলোচনা করুন।

২। জাতীয় সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে কী জানেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাতীয় সংদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

সংসদের কার্যপদ্ধতি ও বিভিন্ন কমিটি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী ও নিয়মাবলী কিভাবে কার্যকর হয়, এ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

সংসদের কার্যপদ্ধতি

সংসদের কার্যক্রম ও নিয়মাবলী এবং সকল প্রকার বিধি বিধান সংসদ নিজেই নির্ধারণ করবে। অনুরূপ বিধি বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা সংসদের কার্যক্রম ভোটের মাধ্যমে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্পীকার সাধারণত ভোট দান করবেন না। যখন সমসংখক ভোট কোন বিষয় অমীমাংসিত থাকবে তখন স্পীকার নির্ধারক ভোট প্রদান করবেন। এদের দুজনের যে কোন একটি পদ শূন্য হলে চলতি অধিবেশনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে উক্তপদ পূরণ করতে হবে।
সংসদের কোন আসন শূন্য রয়েছে এবং অযোগ্য কোন ব্যক্তি সংসদে উপস্থিত আছেন, এ কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হবে না।
সংসদের কার্যাবলি (ক) সরকারি কার্যাবলি এবং (খ) বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি এই দুইভাগে বিভক্ত থাকবে। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব সরকারি কার্যাবলি বলে গণ্য হবে। অপরদিকে বেসরকারি সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি বলে গণ্য হবে।
বৃহস্পতিবারে বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি প্রাধান্য পাবে এবং অন্যান্য দিনে সরকারি কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা হবে না। তবে প্রয়োজন বোধে স্পীকার সংসদ নেতার সঙ্গে কথা বলে বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি সম্পদনের জন্য ভিন্ন দিনও ধার্য করতে পারবেন।
সংসদ নেতার সঙ্গে পরার্মশক্রমে স্পীকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন, সচিব সেই ক্রমানুসারে সরকারি কার্যাবলি বিন্যাস করবেন। স্পীকার যেরূপ নির্দেশ দান করবেন সেভাবে সে দিনের জন্য ব্যালট অনুষ্ঠিত হবে। তবে কমপক্ষে পাঁচদিন পূর্বে ব্যালট অনুষ্ঠিত হবে এবং সংসদে আলোচনার জন্য নির্ধারিত দিনের কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে ব্যালটের ফলাফল সদস্যদের জানাতে হবে।
সচিব নির্দিষ্ট দিনের জন্য একটি কার্য তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং স্পীকার কর্তৃক অনুমোদিত হবার পরের দিনের কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে কার্যতালিকায় একটি প্রতিলিপি প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরূপ প্রস্তুত তালিকাকে "দিনের কার্যসূচি" বলা হয়।
রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করবেন, এই মর্মে তাঁর কাছ থেকে লিখিত পত্র প্রাপ্তির পর স্পীকার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিদিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ পূর্বক ঐ তারিখের দিনের কার্যসূচীতে "রাষ্ট্রপতির ভাষণ" এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবেন। স্পীকার সংসদ নেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত ভাষণে উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করবেন।
প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী ইতোপূর্বে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে থাকুন বা না থাকুন আলোচনার শেষে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের বক্তব্য পেশ করবার সাধারণ অধিকার তাঁর থাকবে।
স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তবে বাজেট উপস্থাপনের দিনে কোন প্রশ্নকাল থাকবে না। কোন সদস্য তার প্রশ্নের জন্য মৌখিক উত্তর চাইলে স্পীকার প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করবেন। স্পীকার আসন গ্রহণ করার অন্যূন্য অর্ধঘন্টা পূর্বে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো মুদ্রিত প্রতিলিপি টেবিলে উপস্থাপিত হবে।

কোন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রশ্ন, এমন সরকারি বিষয় সংক্রান্ত হবে যার সঙ্গে তিনি সরকারি ভাবে জড়িত আছেন কিংবা তা এমন কোনো প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত হবে যার জন্য তিনি দায়ী। আবার কোন বেসরকারি সদস্যের উদ্দেশ্য প্রদত্ত প্রশ্ন এমন কোনো বিল, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব বা সংসদের কার্যাবলি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হবে যার জন্য উক্ত সদস্য দায়ী।

স্পীকারের সম্মতি নিয়ে সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন কোন নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের কাজ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে। এর পরে এবং দিনের কর্মসুচিতে প্রবেশের পূর্বে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। পরে স্পীকার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন।

কোরাম

কমপক্ষে সংসদের ৬০ জন সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হবে অর্থাৎ সংসদের কাজ চলবে। কোন কমিটির বৈঠকের জন্য নির্ধারিত তারিখে অথবা বৈঠক চলাকালীন কোন সময়ে যদি কোরাম না থাকে তা হলে উক্ত কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক মুলতুবী করবেন।

উপবিধি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত দু'দিন পর পর বৈঠক মুলতবী করতে হলে সভাপতি বিষয়টি সংসদের গোচরে আনবেন।

বিভিন্ন কমিটিসমূহ

আধুনিক সরকারের আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের অন্যতম একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। বাংলাদেশের আইনসভারও রয়েছে কমিটি ব্যবস্থা। আইন প্রণয়ন বা কোন সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার কাজটি আইন সভার বিভিন্ন কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক কমিটিকেই নিয়মানুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এখতিয়ার প্রদান করা হয় এবং কমিটি ঐ বিষয় সংক্রান্ত বিল বিবেচনা করার জন্য গ্রহণ করে। আইন সভার কাজে রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী এই সকল কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। আইন সভার কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী কোন বিল সমগ্র কক্ষের দ্বারা বিবেচিত হবার পরে বা পূর্বে কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কমিটির কাজ হচ্ছে "ক্ষুদ্র আইন ক" হিসাবে কাজ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিলকে এরূপে পরিবর্তন বা সংশোধন করা, যেন তা সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয়। বিলগুলো বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কঠোর দায়িত্ব আইনসভা কমিটির সাহায্যে সম্পাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের আইনসভা 'জাতীয় সংসদের'ও কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। সংসদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে থেকে কমিটিগুলো নিয়োগ করা হয়। যেমন:

১। সরকারি হিসাব কমিটি,
২। বিশেষ অধিকার কমিটি,
৩। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

এগুলো ছাড়াও সংসদ প্রয়োজন বোধে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে। এই কমিটিগুলো বিভিন্ন কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালন করবে। যেমন :

ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা
খ) আইনের বলবৎকরণ, পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব
গ) কোন মন্ত্রণালয়ের কাজ বা প্রশাসন সম্বন্ধে তদন্ত বা অনুসন্ধান পরিচালনা
ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটির নিয়োগ, কমিটির গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে কেন্দ্র করে গঠিত এই সমস্ত স্থায়ী কমিটির সংখ্যা হচ্ছে ৩৭টি। নীচে কয়েটি কমিটির নাম দেয়া হল:

১। কার্য উপদেষ্টা কমিটি
২। কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৩। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৪। পিটিশন কমিটি
৫। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি
৬। অনুমতি হিসাব কমিটি
৭। সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি

৮। সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি
৯। লাইব্রেরি কমিটি

সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগের সময় যা বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে -
এমন কোন সদস্য কমিটিতে নিযুক্ত হবেন না, যার-ব্যক্তিগত আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে। কিংবা কোন কমিটিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক সদস্যকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।
সংবিধানের বিধি বিধান সাপেক্ষে কোন বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হেতু সংসদ দ্বারা গঠিত কোন বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদ কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে প্রয়োজনবোধে সংসদ কর্তৃক কমিটি পুর্নগঠিত হতে পারে।
স্পীকারকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লেখা আবেদনের মাধ্যমে কোন সদস্য কমিটির আসন থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন। সংসদ আগে থেকে মনোনীত না করে থাকলে কমিটির সদস্যগণ তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন, সভাপতি যদি কমিটির কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার কিংবা অন্য কোন কারণে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে কমিটি অপর কোন সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করবেন।
কমিটির বৈঠকের জন্য উক্ত কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।
কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সদস্য যদি পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠক থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে পদচ্যুত করবার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনা যেতে পারে।
উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
কোন প্রশ্নে সম-সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভাপতি হিসাবে দায়িত্বে পালনরত ব্যক্তি একটি দ্বিতীয় বা নির্নায়ক ভোটদান করতে পারবেন।
কমিটিতে প্রেরিত কোন বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য মূল কমিটির ক্ষমতা সম্পন্ন এক বা একাধিক সাব কমিটির নিয়োগ করতে পারবেন এবং এসব সাব কমিটির রির্পোর্ট মূল কমিটির কোন বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে থাকলে মূল কমিটির রির্পোর্ট হিসাবে বিবেচিত হবে।
সভাপতি যে রকম নির্ধারণ করে দেবেন, সেই দিনে ও সময়ে কমিটির বৈঠক বসবে।
সংসদ চলাকালে কোন কমিটির বৈঠক চলতে পারে। রেকর্ড কাগজ-পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাবার ক্ষমতা কমিটির থাকবে।
কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর একটি রেকর্ড রাখা হবে এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে তা সদস্যদের দেওয়া হবে।

কমিটির বিভিন্ন কাজ

সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন, সরকার ও প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিটি পর্যায়ে অন্যতম উল্লেযোগ্য হলো ৩৭ টি সংসদীয় কমিটি। এসব কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজের তদারকি করে। বিভিন্ন সুপারিশ করে। মূলত এসব কমিটির লক্ষ্য হলো জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

কার্যউপদেষ্টা কমিটি সংসদ নেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে সব সরকারি বিল বা অন্যান্য কাজ কমিটিতে প্রেরণ করবার জন্য স্পীকার নির্দেশ দেবেন সেই সব বিল বা অন্যান্য কাজের স্তর বা স্তরগুলো আলোচনার জন্য কি পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা উচিত, সে সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকে।

কমিটির প্রেরিত প্রত্যেকটি পিটিশন, "পিটিশন কমিটি" পরীক্ষা করবে এবং পিটিশনটি যদি বিধিসম্মত হয়, তাহলে কমিটি নির্দেশ দিতে পারবেন যে, পিটিশনটি প্রচার করা হোক।

সংসদ কমিটির কাজ হবে প্রথমত, সংসদ সদস্যদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করা এবং দ্বিতীয়ত, সদস্যগণকে খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তত্ত্বাবধান করা। তৃতীয়ত, উপদেশ দিয়ে সাহায্য করা।

বেসরকারি সদস্যদের বিল ও প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি মূলত কোন বেসরকারি সদস্য কোন বিলের নোটিশ দিলে তা উত্থাপনের অনুমতি সম্পর্কিত প্রস্তাব 'দিনের কর্মসূচির' অর্ন্তভুক্তির আগে তা পরীক্ষা করবে।

সরকারের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাজ হলো সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা এবং এই কমিটি সমীচীন মনে করলে সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করবে।

সংসদ কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত অনুমতি হিসাবগুলো পরীক্ষা করাই হচ্ছে অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ, লাইব্রেরি কমিটির কাজ হলো লাইব্রেরি সংক্রান্ত যেসব বিষয় সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন, তা বিবেচনা করে পরামর্শ দেওয়া।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংসদের বিভিন্ন কমিটি বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করছে।

এই সমস্ত কমিটির সভায় স্পীকার সভাপতিত্ব করেন না তবে তিনি কমিটির সদস্য হিসাবে অনেক সময় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। স্থায়ী কমিটিগুলো কোন বিশেষ ধরনের বিল বিবেচনা করে না বরং প্রতিটি কমিটি বিভিন্ন ধরনের বিল বিবেচনা করে থাকে।

সারকথা

সংসদের কার্যক্রম ও নিয়মাবলি এবং সব ধরনের বিধি-বিধান সংসদ নিজেই নির্ধারণ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংসদে ৬০ জন সদস্য নিয়ে কোরাম হয় অর্থাৎ সংসদের কাজ চলবে। কিন্তু কোরাম না হলে বৈঠক মুলতবী হয়ে যায়। নির্ণায়ক ভোট কেবলমাত্র স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার প্রদান করতে পারেন। বর্তমানে আইনসভায় অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। জাতীয় সংসদের রয়েছে বিভিন্ন কমিটি। আইন প্রণয়ন বা কোন সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবার কাজটি আইনসভায় বিভিন্ন কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কমিটির সভাগুলোতে স্পীকার সভাপতিত্ব করেন না, তবে তিনি কমিটির সদস্য হিসাবে অনেক সময় বির্তকে অংশ নিয়ে থাকেন। কমিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জন প্রতিনিধিদের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) দিন

১। কোরাম গঠনের জন্য প্রয়োজন —

ক) ৬০ জন সদস্য খ) ২০ জন সদস্য
গ) ৩০ জন সদস্য ঘ) ৫০ জন সদস্য

২। কমিটির মেয়াদ কাল—

ক) ২ বছর খ) ৩ বছর
গ) ৪ বছর ঘ) ৬ বছর

৩। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন—

ক) স্পীকার খ) কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে
গ) ডেপুটি স্পীকার ঘ) চীফ হুইপ

উত্তর : ১ - ক, ২ - গ, ৩ - খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন

১। জাতীয় সংসদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে কী জানেন ?

রচনামুলক প্রশ্ন

১। আইন সভার কমিটিগুলোর কার্যাবলি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য
এই পাঠ থেকে আপনি—

- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান ও গুরুত্ব

ন্যায়বিচারের মানদন্ডকে সমুন্নত রেখে নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকার, শাসক ও শাসিতের সুস্পর্ককে সংহত ও শক্তিশালী করে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "কোন জাতির রাজনৈতিক সভ্যতা কোন স্তরে রয়েছে তা নির্নয় সম্ভব যখন বিচার বিভাগের দক্ষতাই সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা ও যোগ্যতার মানদন্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে"। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পর্কে এ উক্তিটি কতটুকু প্রযোজ্য তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।
সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের মর্যাদা ও অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাশীল। বিচারকার্য ছাড়াও বাংলাদেশে বিচার বিভাগের উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়েছে এবং সংবিধান সমর্থিত নয় অথবা সংবিধানের বিধি বহির্ভূত যে কোন আইন বাতিলযোগ্য। এক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্টকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দানের জন্য বলা হয়েছে যে, সংবিধানের বিধানাবলির সাথে অসামঞ্জস্য প্রচলিত সকল আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। তাছাড়া ১০৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সুপ্রীমকোর্টের মতামত নেওয়া প্রয়োজন হলে উক্ত বিষয়ে মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। আবার ১১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীমকোর্টের সহায়তা লাভ করবেন।
সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নাগরিক অধিকার রক্ষা, জনগুরুত্ব সম্পন্ন প্রশ্নের মীমাংসা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রীমকোর্টের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে এবং সাংবিধানিক মর্যাদা দান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রীমকোর্ট, অধঃস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১। স্তরভিত্তিক কাঠামো : বিচার বিভাগ কাঠামোগতভাবে স্তরভিত্তিক। বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সালিসী।

২। একই আদালতে বিচার সম্পন্ন : একই আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধির বিচার বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই আদালতে বিশেষ করে উচ্চ স্তরে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার সম্পন্ন হয়।

৩। ক্ষমতা একত্রীকরণ : বিচার ব্যবস্থায় ক্ষমতার একত্রীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন জেলার ডেপুটি কমিশনার জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, রাজস্ব আদায় দেখেন এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এর অর্থ বিচার বিভাগ শাসণ বিভাগ থেকে পৃথক নয়।

৪। অধস্তন আদালতে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের একত্রীকরণ ঃ জেলা ও উপজেলায় অধিকাংশ বিচারক দেশের প্রশাসকবৃন্দ। তারাই বিচারকার্য বহুলাংশে সম্পাদন করেন।

৫। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল : সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মচারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনও বিচার বিভাগের একটি বৈশিষ্ট্য।

৬। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা : মৌলিক অধিকার প্রশ্নে সুপ্রীমকোর্টে পর্যালোচনা হয়। মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে সুপ্রীম কোর্ট কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা সরকারকে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের গঠন

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রীমকোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যেমন: (ক) আপীল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগের আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক সমন্বয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপীল বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। তাঁরা বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে স্বাধীন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারকদেরও নিয়োগ করেন।

রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি যে কোনো স্থানে সুপ্রীমকোর্টের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ এবং স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোন কারণে শূন্য হলে আপীল বিভাগের প্রবীনতম বিচারক অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সুপ্রীমকোর্টের কার্যাবলি

সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দিতে হলে অবশ্যই হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার এবং আপীল বিভাগের এখতিয়ার উভয়ই পর্যালোচনা করতে হবে।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার : সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান বা আইনের নির্ধারক সাপেক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের (১) আদি এখতিয়ার (২) আপীল এখতিয়ার ও (৩) অন্যান্য এখতিয়ার থাকবে।

(১) আদি ও আপীল এখতিয়ার

সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বলবৎ করবার দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত।

ক) মৌলিক অধিকার বলবৎ করবার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ 'নিষেধাজ্ঞা', 'পরমাদেশ', 'বন্দী প্রত্যঙ্গীকরণ' ইত্যাদি ধরনের আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবে।

খ) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কোন কাজ করা হতে বিরত রাখতে অথবা করণীয় কাজ করবার জন্য আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবেন।

গ) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তির কার্যধারাকে আইনসংগত বা আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারবেন।

ঘ) হাইকোর্ট বিভাগ কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বেআইনী আটক ব্যক্তিকে হাজির করবার নির্দেশ দিতে পারেন এবং কোন ব্যক্তি কোন কর্তৃত্ববলে কোন পদমর্যাদায় আসীন রয়েছেন তার প্রমাণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

ঙ) যদি হাইকোর্ট বিভাগ মনে করে যে, অধীনস্থ কোন আদালতের মোকাদ্দমায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত আইনের জটিল প্রশ্ন ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আছে, তাহলে উক্ত মামলাটি তুলে হাইকোর্ট বিভাগ নিজেই মীমাংসা করতে পারবেন।

(২) অন্যান্য এখতিয়ার

হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা করবেন এবং সকল অধস্তন আদালতের জন্য কার্যবিধি প্রণয়ণ করবেন।

আপীল বিভাগের এখতিয়ার

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ক) আপীল এখতিয়ার, খ) উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার এবং গ) অন্যান্য এখতিয়ার আছে।

ক) **আপীল এখতিয়ার**

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল, শুনানী ও নিস্পত্তির অধিকার আপীল বিভাগের আছে। যে সমস্ত বিষয়ে আপীল বিভাগ আপীল গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে :

(১) যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করে যে, মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে;

(২) যদি হাইকোর্ট বিভাগ কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করেন;

(৩) যদি হাইকোর্ট বিভাগ নিজের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দন্ডদান করেন।

খ) **উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার**

আপীল বিভাগের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার আছে। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, আইনজনিত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন, তা হলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের নিকট প্রেরণ করতে পারেন।

গ) **পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা**

ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন হলে আপীল বিভাগ কোন ব্যক্তিকে বিচার আদালতের সম্মুখে হাজির হওয়ার এবং কোন দলিল পত্র দাখিল করবার নিমিত্তে আদেশ বা রীট জারি করতে পারেন।

ঘ) **বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা**

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে আপীল বিভাগ রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের জন্য এবং অধস্তন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

সুপ্রীমকোর্টের অন্যান্য ক্ষমতা

১। সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা

ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন সাপেক্ষে সুপ্রীমকোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন।

খ) সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের ১১৩ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বগুলোর ভার উক্ত আদালতের কোন এক বিভাগককে বা একাধিক বিভাগকে অর্পণ করতে পারবে।

গ) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিগুলো সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে নিয়ে কোন বিভাগের কোন বোর্ড গঠিত হবে এবং কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করবেন তা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।

ঘ) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীমকোর্টের যে কোন বিভাগের প্রবীনতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দ্বারা অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করতে পারবেন।

২। **কোর্ট অব রেকর্ড রূপে সুপ্রীম কোর্ট**

সুপ্রীম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' হবেন এবং এর অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরোধসহ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন।

৩। **আদালতগুলোর উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ**

হাইকোর্টে বিভাগের অধস্তন সকল (আদালত ও ট্রাইবুনালের) উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে।

৪। **সুপ্রীমকোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা**

আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন, হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীমকোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে।

৫। **অধস্তন আদালত থেকে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর**

ক) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতের বিচারাধীন কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিচার জড়িত রয়েছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করবেন

খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিস্পত্তি করবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকল সমূহ যে আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল মামলাটির মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হবেন।

৬। **সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক**
নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর সংসদ যে সমস্ত বাঁধা নিষেধ আরোপ করতে পারে সেগুলো যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করবার ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্টের উপর ন্যাস্ত।

৭। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কিংবা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করবেন।

সারকথা

গণতান্ত্রিক সরকারের মূল স্তম্ভ হচ্ছে বিচার বিভাগের প্রাধান্য। মূলত এই নীতিতে বিশ্বাস রেখে বাংলাদেশ তার বিচার বিভাগকে বিন্যস্ত করেছে। সংবিধানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং একই সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা, বিচারকের স্বাধীনতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিচার বিভাগ তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখছে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট দুই ভাগে বিভক্ত যথাঃ হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ। বিচার কার্য পরিচালনায় হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। সুপ্রীম কোর্ট কয় ভাগে বিভক্ত ?
(ক) ২
(খ) ৫
(গ) ৩
(ঘ) ৪

২। প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ করেন ?
(ক) প্রধানমন্ত্রী
(খ) স্পীকার
(গ) রাষ্ট্রপতি
(ঘ) নির্বাচন কমিশন

৩। বাংলাশেদের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী ?
(ক) হাইকোর্ট
(খ) সুপ্রীম কোর্ট
(গ) আপীল বিভাগ
(ঘ) মন্ত্রণালয়

উত্তর মালা: ১। ক, ২। গ, ৩। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের অবস্থান চিহ্নিত করুন।
২। বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রীমকোর্টের বাস্তব ভূমিকা আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলি আলোচনা করুন।